দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... ২৯ ডিসে ১৭...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

বই সঙ্কটে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

দেলদুয়ারে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে এখনো পৌঁছেনি!

দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল) থেকে মুহাম্মদ রেজাউল করিম

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে চলতি শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে মার্চ পেরিয়ে গেলেও ৫ হাজার বইয়ের সংকট রয়েই গেছে। এতে চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ১ জানুয়ারি উপজেলায় ঘটা করে বই দিবস পালন করলেও সংকটে ঝুলা বইগুলো সংগ্রহের কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের। নতুন বই হাতে পেয়ে বছরের শুরুতেই পুরো উদ্যমে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা, অথচ বই না পেয়ে পড়াশোনা বিমুখ প্রায় কয়েকশ শিক্ষার্থী। দেলদুয়ার উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর হাতে সঠিক সময়ে পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছানোর কারণে তাদের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত হতে চলেছে।

অনিয়ম তৈরি হয়েছে বিদ্যালয় তথা পড়াশোনার প্রতি। প্রায় ৩ মাস অতিবাহিত হলেও কবে নাগাদ বইগুলো হাতে পাওয়া যাবে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে এখনও বিষয়টি অজানা। অথচ শিক্ষক সমিতির নেতাদের স্কুলগুলোতে বই স্বল্পতা নেই। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, বইয়ের জন্য তারা যে চাহিদা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন সে অনুযায়ী তারা বই পায়নি। প্রয়োজনের তুলনায় প্রথম দফাতেই প্রায় ২৫ শতাংশ বই কম ছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় বইয়ের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় দেলদুয়ার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস। নির্জাপুর উপজেলা থেকে ৮০ সেট বই আনার পরও প্রায় ৫ হাজার বই সংকট রয়েছে। এর মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রায় ৩ হাজার ২শ', সপ্তম শ্রেণীতে ৮শ', ৮ম শ্রেণীতে ৮শ' এবং ৯ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় ৪শ' বইয়ের স্বল্পতা রয়েছে। কিন্তু অন্যসব উপজেলাতে বইয়ের স্বল্পতা নেই। এদিকে পাঠ্য বই শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হলেও একটি সূত্রে জানা যায়, সরকারি নিষেধাজ্ঞাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জুপিটার নামের একটি গাইড বইকে বুকলিস্টে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। শিক্ষার্থীরা ওই বুকলিস্ট নিয়ে গাইড কেনার জন্য লাইব্রেরীর পেছনে ছুটছে। অভিযোগ উঠেছে শিক্ষক সমিতি মোটা অংক উৎকোচ নিয়ে কমোনিকেটিভ গ্রামার, বাংলা ব্যাকরণ ও গাইড বই নির্ধারণ করেন। এদিকে সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড বই ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করায় ছাত্রছাত্রীরা গাইড বইও পাচ্ছে না। পাঠ্য বই না পেয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী গাইড বইও কিনতে পারেনি তাদের কাছে এখনও নতুন বছরে বই অচেনাই রয়েছে। শিক্ষকদের অনিয়মের কারণে এখন পর্যন্ত সিলেবাস (পাঠ পরিকল্পনা) বের হয়নি। যার ফলে বিপাকে পড়েছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। সিলেবাসের বিলম্ব ও গাইড বই পাঠ্য করার ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অযথা এসকল অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন কি। তবে মুঠোফোনের লাইন কেটে যাওয়ার পর তিনি বারবার প্রতিবেদকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয় সংবাদটি প্রকাশ না করার জন্য প্রতিবেদকের কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানান। এক পর্যায়ে নিজের অজান্তে বই পাঠ্যকরণে, উৎকোচের কথা অকপটে স্বীকার করেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, বই ছাড়া স্কুলে গিয়ে লাভ কি! শিক্ষকরা পড়া না শিখলে চাপ দেয়। কোথাও বইও পাই না আমরা এখন কি করব! দেলদুয়ার শাফিয়া খালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মনিরা খাতুন জানান, তার বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর প্রায় ৫শ', ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর বিভিন্ন বই সংকট রয়েছে। জাবালিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা জানান, তার বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৮শ', ৭ম শ্রেণীতে ২শ' ২৪, ৮ম শ্রেণীতে ২শ' ৫৬, ৯ম শ্রেণীতে ৭৫ কপি বই বাকি রয়েছে। পাথরাইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু জানান তার বিদ্যালয়েও বইয়ের স্বল্পতা রয়েছে। এছাড়াও উপজেলার প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই বইয়ের সংকটের চিত্র একই লক্ষ্য করা গেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রোকেয়া খাতুন বলেন, আমরা বিভিন্ন উপজেলা থেকে বই সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছি। বাঘরপুর ও নির্জাপুর থেকে বই সংগ্রহ করে এক সপ্তাহের ভেতর প্রয়োজনীয় বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করব। গাইড বই পাঠ্য করার ব্যাপারে তিনি বলেন, অফিসিয়ালভাবে কাউকে কোন গাইড কিনতে বাধ্য করা হয়নি। তবে আনঅফিসিয়ালি কেউ কেউ বলতে পারে। যেমন আমার সন্তান লেকচার সিরিজের গাইড পড়ে। তবে এব্যাপারে জানতে হলে শিক্ষক সমিতির সাথে বিশেষ করে গোলাম রাব্বানীর সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন তিনি।

নেতাদের প্রতিষ্ঠানে সঙ্কট নেই